108 দৈনিক ইনকিলাব
0 5 OCT 199
তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রকৃতি ও প্রতিকার

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস আজ একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার। সন্ত্রাসের কারণে একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। হতাশাগ্রস্ত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে নিরীহ ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও দেশবাসী। উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদপত্রে নিয়মিতভাবে। কিন্তু এতে সন্ত্রাসী কার্যকলাপের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যারা সন্ত্রাসের হোতা ও লালনকর্তা তারা নির্লজ্জভাবে তত্ত্ব কথা বলে সবাইকে বিমোহিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। জাতীয় এ লজ্জাকে মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী গোষ্ঠী সন্ত্রাসের অন্দোৎসবের আবরণে ঢেকে রাখতে যেন বদ্ধপরিকর।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের প্রকৃতি দু'ধরণের। প্রথমত রাজনৈতিক দলসমুহের অঙ্গ ছাত্র সংগঠন সমুহের মধ্যকার সশস্ত্র সংঘর্ষ। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন সময়ে দাবীদাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রদের একাংশের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের মধ্যকার মতপার্থক্য।

রাজনৈতিক দলসমুহের অঙ্গ ছাত্র সংগঠনসমুহ প্রায়শঃ শিক্ষাক্রম বহির্ভূত দলীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপ পালনের প্লাটফর্ম হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনকে ব্যবহার করে। এর ফলে একদল কর্তৃক অপর দলের কর্মসূচী প্রতিহত ও প্রতিরোধ করার সময় সশস্ত্র সংঘর্ষ বাধে।

কোন পক্ষের যৌক্তিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকার সর্বস্বীকৃত। কিন্তু সে অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্যের গণতান্ত্রিক অধিকারে বাধা দেয়ার প্রবণতা এদেশে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নামে দাবী আদায়ের লক্ষ্যে অনেক সময় ছাত্র সংগঠনসমুহ বিশ্ববিদ্যালয়সমুহের সকল ফটকে তালা ঝুলিয়ে স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত করে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধরণের কর্মসূচী পালনে যাদের সমর্থন নাই তাদেরকে বাধ্য করা অন্যের মৌলিক অধিকারের উপর জঘন্য অস্তক্ষেপ। এ ধরণের কার্যকলাপ অবশ্যই অগণতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসী কাজের অন্তর্ভূক্ত।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রদের ন্যায্য দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সব সময়ই সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সংখ্যাগরিষ্ট ছাত্রদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন। অনেক সময় ছাত্রদের একটি ক্ষুদ্রতম অংশ অযৌক্তিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এমন কাজ করে যা সাধারণ নিরীহ ছাত্রদের কল্যাণের পরিপন্থী।

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজস্ব নিয়ম-কানুন অনুযায়ী চলার কথা। কিন্তু এটা আজ সত্য যে, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ নিজস্ব আইন পর্যন্ত আজ প্রয়োগ করা দূরে থাক, আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী বা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া পর্যন্ত শুরু করতে অপারগ। কারণ এ প্রক্রিয়া শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার কর্মসূচী গৃহীত হয়।

বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে আজ পর্যন্ত যত প্রাণহানি সংঘটিত হয়েছে তার বিচার প্রার্থনা করে থানায় অভিযোগ করা হলেও তার একটিরও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে আমার জানা নেই। যদি হত্যার বিচার না হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে ক্ষতিগ্রস্থ সংগঠন তখন অস্ত্রের মাধ্যমেই তার প্রতিশোধ নিতে সচেষ্ট হয়।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রায়শঃ ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদেরকে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার তাত্ত্বিক উপদেশ প্রদান করেন। তাদের এটা জানা উচিত যে, সাধারণ ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবক সব সময়ই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ও সোচ্চার। কিন্তু তাদেরকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা শুধু আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গেরই আছে।

শিক্ষাঙ্গনে যারা সন্ত্রাস করে তাদের সংখ্যা শতকরা একজনের বেশি বলে আমি মনে করি না। এদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্ররা বছরের পর বছর যন্ত্রণা ভোগ করবে তা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। আজ আর বক্তৃতা, বিবৃতি ও সমাবেশ ডেকে নয়, সন্ত্রাসের রাহুকবল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করার জন্য দ্রুত ও বলিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হবে।

—ডঃ সুলতান আহমদ